সমকাল

তারিখ ... 9 MAY 2014 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রক্টরের অপসারণ দাবিতে দ্বিতীয় দিনে অবরুদ্ধ চবি

■ চবি প্রতিনিধি

প্রক্টর সিরাজ-উদ দৌলার অপসারণ দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনও অবরুদ্ধ ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি)। অবরোধ চলাকালে শাটল ট্রেনে হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগের একাংশের নেতাকর্মীরা। এ ঘটনায় ট্রেনচালক ও দুই পুলিশ সদস্য আহত হন। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নগরীর হামজারবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন ট্রেনচালক মো. আনোয়ার হোসেন ও রেলওয়ে পুলিশের কনস্টেবল মুশফিক ও ফরিদ। তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, অবরোধকারীরা বৃহস্পতিবার ভোরেই গ্যাস পাইপ কেটে দিয়ে শাটল ট্রেন বিকল করে দেয়। এ কারণে সকাল সাড়ে ৭টা, সাড়ে ৮টা ও পৌনে ১০টার ট্রেন ছাড়া যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুরোধে সকাল ৯টা ৫০ মিনিটের শাটল ট্রেন ছাড়া হয়। ট্রেনটি নগরীর মুরাদপুর হামজারবাগ এলাকায় পৌঁছলে অবরোধকারীরা পাথর নিক্ষেপ করে। ষোলশহর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আরব আলী জানান, সকালে শাটল ট্রেনের গ্যাস পাইপ কাটা দেখতে পান তারা। এ কারণে সকালের তিনটি ট্রেন ছেড়ে যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর সিরাজ-উদ দৌলাহ বলেন, 'কারা আমার অপসারণ দাবি করেছে জানি না। যারা শাটল ট্রেন চলাচলে বাধা দিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' চবি ছাত্রলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সুমন মামুন বলেন, 'প্রক্টর সিরাজ-উদ দৌলাহ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের উপকমিটির সহসম্পাদক নাসির হায়দার বাবুলের লাঞ্ছনাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। তাই প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে আমরা অবরোধ ডেকেছি।'

আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শাটল ট্রেনে হামলাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আলটিমেটাম দিয়েছে চবি ছাত্রলীগের অপর একটি গ্রুপ। এ প্রসঙ্গে চবি ছাত্রলীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাবিবুর রহমান রবিন সমকালকে বলেন, 'আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ট্রেনে হামলাকারীদের গ্রেফতার করা না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস, পরীক্ষা ও দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে ছাত্রলীগ।'